

سُورَةُ لُقْمَانَ مَكِّيَّةٌ

৩১-সূরা লুক্‌মান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৫ আয়াত এবং ৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ লাম মীম ।

الْم ②

৩। এইগুলি হিক্মতপূর্ণ কামিল কিতাবের আয়াত,

وَلَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ③

৪। সৎকর্মশীলগণের জন্য হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ,

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ④

৫। যাহারা নামায কয়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

الَّذِينَ يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ⑤

৬। এই সকল লোকই তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইহারাই সফলকাম হইবে।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑥

৭। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ (জনগণকে) আল্লাহর পথ হইতে বিভ্রান্ত করার জন্য (আল্লাহর কথার পরিবর্তে) ক্রীড়া-কৌতুকের কথাবার্তা জুগু করে, এবং উহাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিষয় বানাইয়া লয়। এই সকল লোকের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি (অবধারিত) আছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُثِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑦

৮। এবং যখন তাহার (উল্লিখিত ব্যক্তির) সম্মুখে আমাদের আয়াতসমূহ আরুড়ি করা হয় তখন সে অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়, যেন সে উহা শুনিতেই পায় নাই, যেন তাহার কর্ণদ্বয়ে বধিরতা রহিয়াছে। অতএব তুমি তাহাকে এক যজ্ঞপাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনাইয়া দাও।

وَإِذَا نُنَاطِلُ عَلَيْهِ بُنْيَانًا وَنَلَّ فَسْتَكْبِرُ أَكَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَنَسِفُهُ يَغْثَابُ الْغَبِي ⑧

৯। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য আছে নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহ,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ التَّوْبِ ⑨

১০। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য; এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময়।

خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑩

১১। তিনি আকাশসমূহকে স্তম্ভ বাতিরেকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছে; এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছেন যেমন ইহা তোমাদিগকে লইয়া টলিয়া না পড়ে; এবং ইহাতে প্রত্যেক প্রকারের জীব-জন্তু বিস্তৃত করিয়াছেন। এবং আমরা মেঘ হইতে পানি বর্ষণ করি, এবং ইহাতে সকল প্রকারের উত্তম জোড়া সৃষ্টি করি।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلَفَهُ فِي الْأَرْضِ رَوَائِي أَنْ يُبَيِّدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ①

১২। ইহা আল্লাহর সৃষ্টি, অতএব এখন তোমরা আমাকে দেখাও তিনি বাতিরেকে অন্যেরা কি সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুই নহে, বরং যালেমরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে।

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ لَبِىَ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ②

১৩। এবং আমরা লুক্‌মানকে হিকমত দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, বস্তুতঃ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সন্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম প্রশংসিত।

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ فَتَنُ حَسِيدٌ ③

১৪। এবং (সন্মরণ কর) যখন লুক্‌মান তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, নিশ্চয় শিব্বক অতি ভয়ানক যুলুম।

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعَلِّمُهُ يَحْيَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الْبِرَّ أَنْ تَطْلُعَ عَظِيمٌ ④

১৫। এবং আমরা মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত সদাচরণের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছিলাম — তাহার জননী তাহাকে দুর্বল অবস্থার পর দুর্বল অবস্থায় বহন করে, এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে — সূতরাং আমার এবং তোমার পিতামাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; আমারই দিকে (শেষ) প্রত্যাবর্তন;

وَوَضَعْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَلْيَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَاتَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَائِي أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِإِلَهِكَ إِنَّ الْأَوَّيْرُ ⑤

১৬। এবং যদি তাহারা উভয়ে তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে যেন তুমি আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক কর যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তাহা হইলে তুমি তাহাদের আনুগত্য করিও না; কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তাহাদের উত্তম সঙ্গী হইও; এবং সেই বাজির পথের অনুসরণ করিও যে আমার দিকে যুঁকে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব;

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّقِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑥

১৭। হে আমার প্রিয় পুত্র ! সমরগ রাখিও, যদি কোন কর্ম এক সরিয়া দানা পরিমাণও হয় এবং ইহা কোন শত্রু প্রস্তরখণ্ডে অথবা আকাশমণ্ডলে অথবা ভূগর্ভে অবস্থান করে, তথাপি আল্লাহ্ উহাকে হাথির করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব সন্মদনী, সর্বজ্ঞাত :

১৮। হে আমার প্রিয় পুত্র ! নামায কয়েম করিও, (লোকদিগকে) সৎকর্মের উপদেশ দিও এবং অসৎকর্ম হইতে বিরত রাখিও এবং তুমি কোন ক্লেশ পতিত হইলে উহাতে ধৈর্য ধারণ করিও। নিশ্চয় ইহা অতি দৃঢ় সংকল্পের কাজ;

১৯। এবং তুমি লোকের সম্মুখে অবজ্ঞাতর নিজে গাল ফুলাইও না, এবং ভূগর্ভে অহংকারের সহিত চলিও না, কোন দাস্তিক, অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ জানবাসেন না;

২০। এবং তুমি নিজ চান-চননে মধ্যম পদ্ম অবলম্বন করিও এবং নিজ কণ্ঠস্বরকে মৃদু রাখিও; নিশ্চয় সকল কণ্ঠস্বরের মধ্যে গর্দভের কণ্ঠস্বর হইল সর্বাধিক কর্কশ।

২১। তোমরা কি দেখ না যে যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলকেই আল্লাহ্ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তিনি তাহার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করিয়াছেন? এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা জ্ঞান, হেদায়াত এবং সমুজ্জল কিতাব বাতিরেকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কলহ করিয়া থাকে।

২২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, ‘আল্লাহ্ যাহা কিছু নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,’ তখন তাহারা বলে, ‘না, বরং আমরা সেই পথের অনুসরণ করিব যাহার উপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে পাইয়াছি। কী! শয়তান যদি তাহাদিগকে দোষখের আঘাতের দিকে ডাকে তবুও?

২৩। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট, আত্মসমর্পণ করে এবং তৎসঙ্গে সৎকর্মপরায়ণ হয় সে বশুতঃ এক সুদৃঢ় হাতলকে ধরে। এবং আল্লাহ্রই দিকে সমস্ত কাজের পরিণাম ফিরিয়া যায়।

يُبَيِّنُ لَهُمْ أَن تَكُ مِنْ عَذَابِ مَنْ تَكُن فِي
صَغُورَ أَوْ فِي السُّورِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ①

يُبَيِّنُ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَامْرُ بِالسُّورِ وَأَنَّهُ عَنِ الشُّكْرِ
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ②

وَلَا تُصَغِّرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُتَخَالِفٍ ③

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ
يُ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ④

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنَ فِي
الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَ
مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ⑤

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْمِعُوا مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ فَالْأَوَّلُ نَسِيعٌ
مَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ
يَدْعُهُمْ إِلَى عَذَابِ الشَّوْءِ ⑥

وَمَن يُلْمِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ
اسْتَشْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ ⑦

২৪। এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তাহার অস্বীকার যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। আমাদের দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন, অতএব আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব। নিশ্চয় বন্ধুত্বনে নিহিত সব কিছু আল্লাহ জানেন।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

২৫। আমরা তাহাদিগকে ক্রমিকের জন্য সুখ-সন্তোষ করিতে দিব, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব।

نُتَبِّعُهُمْ وَلَئِنَّمَا نَضَحَطُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ‘আকাশ-মন্ডল ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?’ তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বলিবে, ‘আল্লাহ্।’ তুমি বল, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।’ কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। আকাশমন্ডলে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহরই জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অতীত প্রশংসিত।

يَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং পৃথিবীতে যত বন্ধ আছে যদি সব কলম হয়, এবং এই যে সমুদ্র আছে, তৎসঙ্গে যদি আরও সাত সমুদ্র কালি হইয়া যুক্ত হয়, তথাপি আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হইবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

وَلَا تَأْنِي مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَفْلاَمٍ وَلَا نَهْرٍ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سُبْحَةَ أَنْهَرُ مَا نَفَذَتْ كُلُّ الشَّوْءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৯। তোমাদের সৃষ্টি এবং তোমাদের পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাপের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) নাম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا يُبْدِلُ أَصْوَابَكُمْ إِلَّا نُفُوسُ الَّذِينَ أَنْتَ لَهَا مَخْلُوقٌ سَيُخْرِجُهُنَّ مِنَ الْحَبُوتِ وَيُرْسِلُ فِي السَّمَاءِ يُدْرِكُ فِي الْيَوْمِ ثَمَرَهُمْ وَيُؤْتِيهِمُ الْغَاثَ وَالْغَابِقَ ﴿٢٩﴾

৩০। তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাগিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাগিতে প্রবিষ্ট করেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সেব্যায় নিয়োজিত করিয়াছেন; ইহাদের প্রত্যেকই এক নির্দিষ্ট মিয়াদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত?

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٠﴾

৩১। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহর সত্তাই সত্তা এবং তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া যাহাকে ডাকে তাহা নিশ্চয় মিথ্যা; বস্তুতঃ আল্লাহ্ই অতীত উক্ত, অতীত মহান।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْبَكِيمُ ﴿٣١﴾

৩২। তুমি কি দেখে না যে, নৌযানগুলি আল্লাহর নেয়ামত বহন করিয়া সমুদ্রে চলাচল করিতেছে যেন তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে কিছু দেখান ? নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ বাস্তার জন্য বহু নিদর্শন আছে।

৩৩। এবং যখন কোন তরঙ্গ তাহাদিগকে ছায়ার ন্যায় আবৃত করিয়া ফেলে তখন তাহারা (একপ্রাচিতে) আল্লাহকে ডাকিতে থাকে ধর্মকে তাঁহারই জন্য বিস্তৃত করিয়া; অতঃপর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলের দিকে লইয়া আসেন তখন তাহাদের কেহ কেহ মধ্যপন্থ অবলম্বনকারী হয়। এবং শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ লোকই আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

৩৪। হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তাহার পুত্রের কোন উপকারে আসিবে না এবং পুত্রও তাহার পিতার কোন উপকারে আসিবে না। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কোন ক্রমেই প্রভাবিত না করে এবং প্রভাবক শয়তানও যেন তোমাদিগকে আল্লাহ সম্বন্ধে আদৌ প্রভাবিত না করে।

৩৫। কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটই আছে। তিনিই রুষ্টি বর্ষণ করেন, এবং জরায়ুতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই জানেন। এবং কেহ জানে না যে আগামীকলা সে কি উপার্জন করিবে, এবং কেহ জানে না যে কোন স্থানে সে মরিবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ
فَيْنِيبْتِغِيهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُمِ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ فَلَنُجِيبَهُنَّ إِلَى الْبَرْقِ مِنْهُمْ مُقْتَصِدًا
وَمَا يَجْعَلُ يَأْتِيَنَا إِلَّا كُلُّ خَسَاءٍ كَفُورٍ ۝

يَأْتِيَهَا النَّاسُ انْقِعَارُكُمْ وَاحْشَوْنَا مَا لَا يَجْزِي
وَالَّذِي عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ دَالِدِهِ
شَيْءًا إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ الْهَيْوَةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرُّكُمْ بِأَلْفِهِ الْغُرُودُ ۝

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ
مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْتُمُ عَدَا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بِغَيْبٍ خَبِيرٌ ۝